জ্যোতির্ময় দাশ

বর্ণপরিচয় : দ্বিতীয় ঈশ্বর

(বিদ্যাসাগরের দ্বিশত জন্মজয়ন্তী স্মরণে)

মহাকালের অনন্ত গহ্বর থেকে উঠে আসছে ভারতবর্ষের মানচিত্র...
ত্রিপিটক হাতে মুণ্ডিত মস্তক সৌম্যকান্তি ভিক্ষু অতীশ দীপঙ্কর
সিংহলের মুগ্ধ জনগণকে শোকাচ্ছন্ন তথাগতের উপদেশবাণী
অন্যদিকে মানচিত্রের দ্রাঘিমাংশ ভেদ করে জেগে ওঠে
ব্রিস্টলে রাজা রামমোহনের সমাধির জরাজীর্ণ প্রস্তরলিপি
শরৎচন্দ্র রেঙ্গুনে ছোট কাঠের বাড়িতে বসে লিখছেন
শ্রীকান্ত রাজলক্ষ্মীর অপার্থিব প্রেমের আজব চিত্রনাট্য
আইন অমান্য করে শান্তাবেনের কাঁধে ভর দিয়ে গান্ধীজি
দ্রুতপায়ে হাঁটছেন ডান্ডির সমুদ্রতটে একমুঠো লবণের জন্য...

আর দ্বিশতবর্ষের নিরন্ধ্র অন্ধকার থেকে বেরিয়ে আসছেন
গায়ে শুভ্র উত্তরীয় জড়িয়ে খর্বকায় অনমনীয় এক দীপ্র পুরুষ
তালতলার প্রসিদ্ধ চটিটি একপাশে সরিয়ে রেখে তিনি
পূজার্চনার নিষ্ঠায় রচনা করে চলেছেন খণ্ডে খণ্ডে বর্ণপরিচয়
এই ভয়ঙ্কর অজ্ঞানতার উজান স্রোতের আবর্তে বসে...

বাংলার নিরক্ষর মূক জনতার কাছে আজও তিনি দ্বিতীয় ঈশ্বর!

মৃণাল বসুচৌধুরী

মোহিনী অর্জন

কে তোমায় রসদ যোগায়
নিরীহ স্তাবক নাকি
স্মৃতিহীন নিন্দুকের দল
পর্বতসোহাগি মেঘ নাকি
অবিমিশ্র ঘৃণার আড়াল

সমীকরণের নামে
কে শেখালো নিথর বিশ্রাম
পাখির পালকে লেখা
কৃষ্ণ শতনাম

মেরুকরণের অঙ্ক নয়
কে চেনালো আত্মার আগুন
চাঁদের আঁতুড়ঘর
স্বপ্নময় সুখী রাজহাঁস
সাদাফুলে ঢেকে থাকা আশ্চর্য তোরণ

আয়ুর কাঙাল কিছু মানুষের হাত ছেড়ে
সর্বনাশা ঝড়ের ভেতরে
স্বনির্ভর এই হাঁটাহাঁটি
ঋজু উচ্চারণ
সে কেবল রক্ত পরম্পরা
নাকি অন্য কোন মোহিনী অর্জন